দৈনিক ইনকিলাব
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
তারিখ 06 AUG 1989
পৃষ্ঠা 6 4
12

মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে গ্রন্থাগার

সফিকুর রহমান চৌধুরী

[পূর্ব প্রকাশের পর]

আজকাল আমাদের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে লেখাপড়া না করার একটা মনোভাব গড়ে উঠেছে। পাঠ তাদের নিকট কঠিন, কষ্টসাধ্য, নীরস ও নিরানন্দ বলে মনে হচ্ছে। এ অবস্থাটি সত্যই অত্যন্ত জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ। এরূপ অবস্থা সৃষ্টির পেছনে অবশ্য বহু কারণ আছে। কারণসমূহের মধ্যে একদিকে কঠিন ও নিরস পাঠ্যসূচী এবং সীমিত পাঠ তালিকার প্রচলন। অপরদিকে বিদ্যালয়ে পাঠকে সহজ, সরল, প্রাণবন্ত রসালো ও কৌতুকজনক করে তুলতে সক্ষম উপায়-উপকরণ ও পরিবেশের অভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বর্তমান শিক্ষাসূচী ও শিক্ষাক্রম এমনইভাবে রচিত যে, এর সফল বাস্তবায়নে ছাত্র ও শিক্ষক উভয়-এর জন্যই বহুবিধ ও প্রচুর পাঠ অপরিহার্য। গ্রন্থাগারের অফুরন্ত ভাণ্ডার হতে মাল-মসলা নিয়ে একদিকে শিক্ষকগণ যেমন শ্রেণী কক্ষে পাঠদানের নব নব পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞাত হতে পারেন, পাঠকে ছাত্রদের কাছে সহজ, বোধগম্য ও আনন্দদায়ক করে তুলতে পারেন, নিজ নিজ ক্ষেত্রে, বিষয়ে নিয়ত যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হচ্ছে সে সম্বন্ধে জ্ঞাত হতে পারেন অপরদিকে তেমনি ছাত্র-ছাত্রীরা নিজ নিজ পাঠ প্রস্তুতিতে সহায়ক পাঠসামগ্রী নিয়ে মনের মত পাঠ প্রস্তুত করতে পারে, নিজ রুচি ও ইচ্ছা মাফিক বই বাছাই করে নিয়ে জ্ঞানের পরিধি ও মনের প্রসারতা বাড়িয়ে নিতে পারে। এমনি করে অজান্তে ও অলক্ষ্যে পাঠে আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং পাঠ অভ্যাস গড়ে উঠে।

মাধ্যমিক শিক্ষার একটি বিশেষ লক্ষ্য হচ্ছে এখানে দেশের ভবিষ্যত নাগরিকদেরকে সু-নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা চালানো হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে লুকায়িত সুপ্ত গুণাবলীর উন্মেষ ও বিকাশ সাধনে সাহায্য করা, তাদেরকে চরিত্রবান, দেশপ্রেমিক, দৃঢ়চেতা কর্মাগ্রহী, আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। এইরূপ কার্য সাধনে শ্রেণী পাঠসূচীর বাইরে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রচুর পাঠের প্রয়োজন হয়। মনের ও দেহের প্রসারতা সাধনে নানাবিধ পাঠের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। স্কুল লাইব্রেরী এই সকল পাঠসামগ্রীর যোগান দেয়। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, আমাদের ছেলে-মেয়েরা আজকাল পাঠে বিমুখ হয়ে উঠেছে, পাঠে তাদের কোন আগ্রহ নেই, তাদের মধ্যে পাঠ প্রীতি জন্মায় না, পাঠ অভ্যাস গড়ে উঠে না, পাঠ তাদের নিকট কষ্টসাধ্য, নিরানন্দ বলে বিবেচিত হয়। এরূপ অবস্থা সৃষ্টির বিভিন্ন কারণের মধ্যে স্কুলে একটি উন্নত মানের গ্রন্থাগারের অনুপস্থিতিই হচ্ছে সর্ব প্রধান।

মেথু আর্নল্ড বলেন যে, শিক্ষকগণ স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে যে মহামূল্যবান বস্তুসমূহ দান করে থাকেন এদের মধ্যে সর্ব উৎকৃষ্ট, বৃহত ও মহৎ দান হচ্ছে তাদেরকে পাঠে আগ্রহী করে তোলা এবং এটাই হচ্ছে স্কুলের প্রধান ও প্রথম কর্তব্য।

রিডার ডাবলিও জি বলেন যে, স্কুলের প্রধান কাজ হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে জ্ঞান অর্জনের সূত্রসমূহের সংগে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করে দেওয়া। এই পরিচয় ও সম্পর্ক হতেই তারা এই মহামূল্যবান শিক্ষালাভ করে যে, মানবের শিক্ষা জীবন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চার দেওয়ালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না—এ একটি আবহমানকালের প্রক্রিয়া। আর এই শিক্ষার জন্য শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক কর্তৃক সুপরিচালিত প্রচুর বই পুস্তক সম্বলিত একটি গ্রন্থাগার স্কুলে একান্তই আবশ্যক। যে স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীরা জ্ঞানের সূত্রসমূহের সংগে পরিচয় লাভের সুযোগ পায়, নিজে নিজে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে, বের করতে সুযোগ পায় সে স্কুলে শিক্ষার মান উন্নত হতে বাধ্য।

একটি ভাল গ্রন্থাগার স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে ক্লাসের পাঠ তৈরিতে সাহায্য করে, প্রচুর তথ্য ও তত্ত্ব সরবরাহ করে পড়ার উৎসাহ যোগায়, ব্যক্তিগত রুচির উৎকর্ষ সাধন করে লুকায়িত সুকুমার বৃত্তিগুলোর উন্মেষ ও বিকাশ সাধনে সাহায্য করে, সর্বোপরি পাঠ অভ্যাস গঠন করে। পাঠ অভ্যাস গঠন হচ্ছে শিক্ষা জীবনের অর্ধেক পথ অগ্রসর হওয়ার সামিল। যে ছাত্র পড়তে উৎসাহ বোধ করে আনন্দ পায়, সে ছাত্র ভবিষ্যতে অব্যই একজন সুনাগরিক হবে, শিক্ষিত ও জ্ঞানী হবে এবং জীবন যুদ্ধে জয়ী হবে।

স্কুল গ্রন্থাগার সামগ্রিকভাবে শিক্ষার পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখে, ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অসামাজিক কাজে যোগদান হতে বিরত রাখে, অসৎ সংগ পরিহারে সাহায্য করে, ছাত্র অসন্তোষ ও ছাত্র আন্দোলন কমাতে সাহায্য করে। স্কুল গ্রন্থাগারের শান্ত মনোরম পরিবেশ, নূতন নূতন বই-এর মনোমুগ্ধকর আকৃতি ও গন্ধ, লোভনীয় আভ্যন্তরীণ আমেজে আকৃষ্ট হয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা গ্রন্থাগারে আসে এবং পাঠে মনোনিবেশ করে। শ্রেণী সূচীর বিরতির সময়ে বাইরে হৈ হল্লায় যোগদিয়ে খাটোপনা করে সময় নষ্ট না করে ছাত্ররা গ্রন্থাগারে শান্ত সুন্দর আরাম ও আনন্দদায়ক পরিবেশে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পায়।

আমেরিকার শিক্ষাবিদ এফ. বি. কেবাল বলেন যে, যে স্কুলে গ্রন্থাগার নেই সে স্কুলটি জড়, স্থানুর। বিশিষ্ট বাংলাদেশী শিক্ষাবিদ আবদুল হাকিম বলেন যে, যে স্কুলে অন্ততঃ প্রয়োজনীয় বইপত্রসম্বলিত এমন একটি গ্রন্থাগার নেই সেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা সহজে প্রবেশ করতে পারে, সে স্কুল স্কুলই নয়, একে শিশি বোতল শূন্য ডিসপেনসারীর সংগে তুলনা করা যায়। একথা অতীব সত্য যে, এযাবত পর্যাপ্ত এদেশে যে কয়টি শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তার প্রত্যেকটিতেই স্কুল গ্রন্থাগারকে 'স্কুলের হৃদপিণ্ড' বলে অবিহিত করা হয়েছে। অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এর প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করেছে, এর উন্নয়নে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। দুঃখের হলেও একথা অত্যন্ত সত্য যে, আজ অবধিও

6/8/89

দৈনিক ইনকিলাব
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
তারিখ 06 AUG 1989
পৃষ্ঠা 6 4

মাধ্যমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে গ্রন্থাগার

আমাদের স্কুলগুলোতে গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব খুব একটা খুঁজে পাওয়া যায় না। এটা বিরল।

বাংলাদেশে বর্তমানে ২০৭৪টি নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল ও ৬৮০০টি মাধ্যমিক স্কুল আছে। মোট ৮৮৭৪টি স্কুলের মধ্যে ২৭৭টি সরকার পরিচালনা করে বাকী ৮৫৯৭টি স্কুলই বেসরকারী।

মাধ্যমিক স্কুলগুলোর গ্রন্থাগার পরিস্থিতি সম্বন্ধে কোন পূর্ণাঙ্গ বিবরণী আজ কোথাও পাওয়া যায় না। বাংলাদেশে এই সম্বন্ধে কোন বিবরণী প্রকাশিত হয়নি। পূর্ব প্রকাশিত বিবরণী হতে যা জানা যায় তাতে দেখা যায় যে, বাস্তবে এখানে স্কুলে কোন গ্রন্থাগার নেই। বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ডঃ মজিদ তার জরিপ বিবরণীতে বলেন যে, স্কুলে গ্রন্থাগার নেই বললেই হয়। হেড মাস্টার সাহেবের পেছনে রক্ষিত একটি বা দুইটি আলমারীতে কিছু বই তালাবদ্ধ অবস্থায় আছে এবং এটাই হচ্ছে স্কুল গ্রন্থাগার। জরিপকারক জনাব জালাল বলেন যে, এখানে সেখানে যে ২-১টি স্কুলে গ্রন্থাগার আছে সেখানে গ্রন্থাগারের দায়িত্বে নিয়োজিত শিক্ষক বা কেরানী সাহেব হতে অতিকষ্টে ২-১ জন অতি উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রী ২-১টি বই গ্রন্থাগার হতে নিতে সক্ষম হয়, তাও কালেভদ্রে অত্যন্ত বিরক্তির সাথে দেয়া হয়। নিজেরা বাছাই করে নেওয়ার তো কথাই উঠে না। এমনি করে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুলে গ্রন্থাগার ব্যবহার হতে নিবৃত্ত করা হয়।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাবেক শিক্ষা অফিসার জনাব আহাম্মদ হোসেন এক বিবরণীতে বলেন যে, আমাদের মাধ্যমিক স্কুলে গ্রন্থাগার আছে এমন ধারণা করা ভ্রমমূলক। প্রায় স্কুলেই তালাবদ্ধ আলমারীতে কয়েকখানা বই আছে এবং এগুলো কখনও ব্যবহার হয় না। নির্দিষ্ট কক্ষের অভাবে সরকারী স্কুলেও তালাবদ্ধ আলমারী এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আছে।

দেশ স্বাধীন হয়েছে প্রায় ১৮ বছর। নির্মম হলেও একথা সত্য যে, আজ অবধিও এ ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন আসেনি। স্কুল গ্রন্থাগার পরিস্থিতি যথা পূর্বং তথা পরং। বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সরকারী ২৭৭টি স্কুলে গ্রন্থাগার আছে তবে অবস্থা পূর্বাপেক্ষা খারাপ। নামসর্বস্ব এই গ্রন্থাগারগুলোতে কেরানী মানের একজন গ্রন্থাগারিক আছে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে তার কোন শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই। আনুষংগিক প্রয়োজনীয় উপকরণ, আসবাবপত্র, সহকারী কর্মচারীর অভাবে গ্রন্থাগারটি কোনরকমে খুলে রাখা হয়, সেবা দেওয়া সম্ভব হয় না।

বেসরকারী স্কুলে কোন গ্রন্থাগার বাস্তবে নেই। সরকারী পরিদর্শন বিবরণীতে প্রতি স্কুলেই একটি গ্রন্থাগার আছে বলে উল্লেখ আছে—কাজীর গরু খাতায় আছে গোয়ালে নেই। গ্রন্থাগার ফি বাবদ এই স্কুলগুলো বছরে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী হতে ৫-১০ টাকা পর্যন্ত গ্রন্থাগার চাঁদা নেয়। তবে এই টাকা কাদাচিতও কোন স্কুলে গ্রন্থাগার খাতে ব্যয় হয় না।

মোট কথা বাংলাদেশে শতকরা ৯৮টি স্কুলেই বাস্তবে কোন গ্রন্থাগার নেই। ফলে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা গ্রন্থাগার ব্যবহার করার কোন সুযোগ পায় না। তাদের মধ্যে পাঠ প্রীতি জন্মায় না, পাঠ অভ্যাস তাদের মধ্যে গড়ে উঠে না। পড়াশুনায় তাই তারা কোন আনন্দ পায় না। দেশের শিক্ষার মানের ক্রম অবনতির কারণসমূহের মধ্যে স্কুলে গ্রন্থাগার পরিস্থিতি একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। শিক্ষার মানের ক্রম নিম্নমুখী ধারাকে পরিবর্তন করতে হলে, মানের উন্নয়ন সাধন করতে হলে স্কুলে অবশ্যই উচ্চ মানের গ্রন্থাগার স্থাপন, দক্ষ ও শিক্ষিত গ্রন্থাগারিক কর্তৃক তার সুচারু পরিচালন ছাত্র শিক্ষক কর্তৃক তার বহুল ব্যবহার অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। যতদিন পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল গ্রন্থাগার ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে না, যতদিন পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুল গ্রন্থাগার ব্যবহারে আনন্দ পাবে না, উৎসাহ পাবে না—ততদিন পর্যন্ত শিক্ষার মানের কোন উন্নতি সাধন হবে না।